জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি

০৯

বিপন্ন অবস্থা

প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য পানি অপরিহার্য। উদ্ভিদ ও প্রাণীর শারিরবৃত্তিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ তৈরি ও যোগানের জন্যও স্বাদু পানির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। যেমন কৃষি, মৎস্য ও পশু পালনে পানির প্রয়োজন, শিল্প-কলকারখানা পরিচালনার জন্য পানি দরকার, পারিবারিক নানাবিধ কাজে পানি অপরিহার্য। তাছাড়া পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পানির অথবা জলাভূমির গুরুত্ব অনেক। বহুবিধ কর্মকাণ্ডের ফলে স্বাদু পানির প্রাপ্যতায় আজ বিশ্বব্যাপী সংকট দেখা দিয়েছে। জলবায়ুর পরিবর্তন এই সংকটকে আরো সংকটাপন্ন করছে। অনাবৃষ্টি, অপরিমিত বৃষ্টি ও খরা পানির অভাবকে আরো তীব্র করে তুলবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে স্বাদু পানির তীব্র অভাব পরিলক্ষিত হবে। এর পাশাপাশি অধিকহারে কল-কারখানা স্থাপনের ফলে পানি দূষণের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবে। সে কারণে শুষ্ক মৌসুমে আমাদের নদী-খাল-বিলে যে টুকু পানি পাওয়া যাবে তার একটি বড় অংশ দূষিত হয়ে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে যাবে এবং দূষিত পানির কারণে নানাবিধ রোগ-ব্যাধি দেখা দিবে। এই অবস্থা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে স্বাদু ও বিশুদ্ধ পানির অভাব মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে।

ঝুঁকি

- বাংলাদেশের প্রতিটি শহরে ও বস্তিতে লাখ লাখ লোক বাস করে তারা এমনিতেই পানির সংকটে রয়েছে। ভবিষ্যতে এই বিশাল জনগোষ্ঠী আরো তীব্র পানির সংকটে পড়বে।
- শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকটের কারণে বাংলাদেশের অনেক এলাকায় ইতোমধ্যেই ফসল ও মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবে।
- উপকূলীয় এলাকায় পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে রবি মৌসুমে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ভবিষ্যতে লবণাক্ততার পরিমাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা আরো বৃদ্ধি পাবে।
- বিশুদ্ধ পানির অভাবে নানাবিধ পানিবাহিত রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে মানুষের উপার্জন ক্ষমতা কমার পাশাপাশি তাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- নদীপথে নাব্যতা সংকটের কারণে অনেক এলাকার নৌ-পথে শুষ্ক মৌসুমে চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতে বাড়ছে মালামাল পরিবহনে ব্যয় এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রব্যমূল্যের।
- শিল্প এলাকার জনগণ (বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে) দূষণের জন্য বিশুদ্ধ পানির সংকটে রয়েছে। ভবিষ্যতে পানি দূষণের মাত্রা বৃদ্ধির কারণে এই অবস্থার আরো অবনতি হবে।

তথ্যপত্রটি বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল কর্তৃক প্রকাশিত এবং সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস) কর্তৃক প্রণীত ও মুদ্রিত

জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি

খাপ খাওয়ানোর উপায়

- লবণাক্ত ও আর্সেনিক দূষণ এলাকার জন্য বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কৌশল ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- শুষ্ক মৌসুমে সুপেয়/স্বাদু পানির প্রাপ্যতার জন্য কমিউনিটি পুকুর খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
- সম্ভাব্য দুর্যোগের পূর্বে প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে পর্যাপ্ত সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিশুদ্ধ পানির ব্যবহারে জনগণকে সচেতন করার জন্য কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- শুষ্ক মৌসুমে পানি ধরে রাখার জন্য ভরাট হয়ে যাওয়া নদী, খাল, বিল, ডোবা ও বরোপিট খনন করতে হবে।
- স্লুইস গেটের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও খাল খননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূর করতে হবে।
- অপচয় রোধকল্পে সেচ অবকাঠামো উন্নত করতে হবে এবং কৃষকদের পানির ব্যবহারে সচেতন করতে হবে।
- মহিলাদের পারিবারিক কাজে বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রশিক্ষণ ও সচেতন করতে হবে।
- কল-কারখানাগুলোতে বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক চালু রাখার জন্য সরকারের তরফ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।
- অতিমাত্রায় দূষিত নদী ও খালের পানি বিশুদ্ধকরণের লক্ষ্যে অন্য নদীর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে।
- কল-কারখানা মালিকদের থেকে দূষিত বর্জ্য দ্বারা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে।

U N D P Bangladesh · DFID Department for International Development · CDMP · CNRS